JAN. 2 1 2001

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

বুয়েট সমাবর্তন-২০০১ শোভাযাত্রায় চ্যান্সেলর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা —জনকণ্ঠ

উৎসবমুখর পরিবেশে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন

দেশ ও জনগণের উন্নয়নে প্রকৌশলী প্রযুক্তিবিদ ও বিজ্ঞানীদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান

স্টাফ রিপোর্টার ॥ লেখাপড়া শেষে ডিগ্রী পাওয়া আর তা যদি দেন সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ব্যক্তি যিনি একই সঙ্গে দেশের সরকার প্রধান তাহলে সে আনন্দ একেবারেই আলাদা। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হওয়া শেষ তিনটি ব্যাচের শিক্ষার্থীদের জন্য এমনই একটি দিন ছিল শনিবার। এক উৎসবমুখর পরিবেশে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ষষ্ঠ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ অনুষ্ঠানে এই তিন ব্যাচের শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ডিগ্রীতে ভূষিত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের সীমিত সম্পদের শেষ বিন্দু পর্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে দেশ ও জনগণের উন্নয়নের কাজে লাগাতে দেশের প্রকৌশলী, প্রযুক্তিবিদ ও বিজ্ঞানীসহ সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। একই সঙ্গে তিনি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স-কারিকুলামকে একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী করে পুনর্গঠনের পরামর্শ দিয়ে এ ব্যাপারে সরকারের সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

শীতের মনোরম সকালে চ্যান্সেলরের শোভাযাত্রার মাধ্যমে সমাবর্তন শুরু হয়। কালো ও লাল রঙের গাউন পরিহিত নির্বাচিত শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা এ শোভাযাত্রায় অংশ নেন যাদের সবার পিছনে ছিলেন চ্যান্সেলর শেখ হাসিনা। ক্যাম্পাস ঘুরে এই শোভাযাত্রা বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে নির্মিত বিশাল প্যান্ডেলে প্রবেশ করার পর চ্যান্সেলর আনুষ্ঠানিকভাবে সমাবর্তনের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডিনগণ নিজ নিজ অনুষদের ডিগ্রীপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের চ্যান্সেলরের সামনে হাজির করলে তিনি তাদের ডিগ্রী প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে ১৯৯৪-৯৫, '৯৫-৯৬ এবং '৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষের ২৫৪ জনকে স্নাতকোত্তর, ১৫৬৬ জনকে স্নাতক ডিগ্রী দেয়া ছাড়াও ভাল ফলের জন্য ২০ জন শিক্ষার্থী ও শিক্ষকতায় কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ৩ জন অধ্যাপককে স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। এর বাইরে ১০ জনকে পিএইচডি ডিগ্রী দেয়া হয়। কম্পিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় দেশের বাইরে কৃতিত্বের জন্য ইতোপূর্বে দেয়া প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এ অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ ছাত্রের প্রত্যেককে এক লাখ টাকার চেক হস্তান্তর করা হয়। এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা সকল শিক্ষার্থীই আনুষ্ঠানিকভাবে সনদপত্র পেলেন। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, এই নিয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৫ হাজার ১৪৬ জন স্নাতক এবং ১২৪০ জন স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করলেন। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচ কে সাদেক, সমাবর্তন বক্তা হিসাবে সাবেক প্রধান বিচারপতি মোস্তাফা কামাল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ নূরউদ্দিন আহমদ ভাষণ দেন।

প্রধানমন্ত্রী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর শেখ হাসিনা তাঁর ভাষণে আরও বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতিনিয়ত উন্নয়নের এই শতাব্দীতে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই আমাদের বিশ্বের উন্নয়নের মূল ধারায় টিকে থাকতে হবে। এ জন্য সরকার এ ধরনের শিক্ষাকার্যক্রমের ওপর জোর দিয়েছে। সারা দেশে ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে, যার মধ্যে ৩টিকে তথ্যপ্রযুক্তি ও মাল্টিমিডিয়ানির্ভর করার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তি পালন করতে চাই সমৃদ্ধ ও আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসাবে। সে লক্ষ্যেই সরকার কাজ করে চলেছে এ কথা উল্লেখ করে তিনি সরকারের এ যাবতকালের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বিবরণ দেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত সাড়ে ৪ বছরে সরকার পরিচালনায় দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অতীতের সরকারগুলোর অব্যবস্থাপনার ফলে খেলাপী মন্দ ও কুঋণে জর্জরিত ব্যাংকসমূহের আর্থিক অসচ্ছলতা লাঘব করার জন্য সরকার বন্ধ হয়ে যাওয়া রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের খেলাপী ঋণ পরিশোধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন, আমাদের দেশে মেধার যথাযথ স্ফূরণ দেখা যাচ্ছে না, দেশ থেকে মেধা পাচার হয়ে যাচ্ছে। গত এক দশকে কম্পিউটারপ্রযুক্তি ও টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে সংঘটিত বিপ্লবের সুফল আমরা নিতে পারছি না। এই অবস্থার অবশ্যই পরিবর্তন প্রয়োজন এবং সে জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

সমাবর্তন বক্তা সাবেক প্রধান বিচারপতি মোস্তাফা কামাল দেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতির চরম অবনতি হয়েছে বলে উল্লেখ করে বলেন, আমাদের রাজনীতি আজ যে স্তরে, মানুষের মানসম্মানও সেই স্তরে নেমে এসেছে। প্রকৌশল শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশের জন্য কিছু না করে বিদেশ চলে যাওয়া অথবা দেশে থাকলেও এ শিক্ষা শুধু নিজের ভাগ্যোন্নয়নে কাজে লাগানোর সমালোচনা করে তিনি এদিককে পুনর্বিবেচনা করতে প্রকৌশলীদের প্রতি আহ্বান জানান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নূরউদ্দিন বলেন, দেশের শতকরা ৯৫ ভাগ ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়ায় গলদ থেকে যাচ্ছে। চাকরির বাজারে তারা প্রতিযোগিতায় হেরে যাচ্ছে, ফলে জীবিকার তাগিদে তারা সন্ত্রাসী হয়ে উঠছে। সন্ত্রাস দূর করতে হলে বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি সুপারিশ করেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যার কথা উল্লেখ করে তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে গবেষণা বাবদ বার্ষিক বরাদ্দের অনুরোধ জানান।

বুয়েটের সমাবর্তনে মৃদু বিতর্ক!

স্টাফ রিপোর্টার ॥ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ষষ্ঠ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সাবেক প্রধান বিচারপতি মোস্তাফা কামাল মৃদু বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। শনিবার অনুষ্ঠিত এ সমাবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হিসাবে প্রধানমন্ত্রী সভাপতিত্ব করেন আর বিচারপতি কামাল ছিলেন বিশেষ বক্তা। প্রধানমন্ত্রীর আগেই দেয়া ভাষণে বিচারপতি কামাল যা বলেন তার সারমর্ম হচ্ছে— দেশের অবস্থা খুবই খারাপ, সর্বক্ষেত্রে নৈরাজ্য অরাজকতা চলছে। যেমন তিনি বলেন, নারীর ক্ষমতায়নে অনেক ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়া হলেও নারীরা এখনও শহরে বা গ্রামে দিনে বা রাতে নিরাপদে চলাফেরা করতে পারে না। জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দেয়ার প্রাথমিক দায়িত্ব রাষ্ট্রের কিন্তু এ দায়িত্বরোধ কর্পূরের মতো উড়ে গেছে বলে মনে হয়। তিনি আরও বলেন, প্রবৃদ্ধির হার গণনার সূচক যত উপরেই থাক এই প্রাণহীন গবেষণায় তাঁর কোন আগ্রহ নেই। অশিক্ষিত মস্তান প্রকৃতির মানুষের দাপটে শিক্ষিত ব্যক্তিরা যখন কোণঠাসা হয়ে পড়েন তখন প্রবৃদ্ধি সূচক নিয়ে আনন্দ বোধ করার মনোবৃত্তি থাকে না। বিচারপতি কামাল আরও বলেন, এক সময় এই অঞ্চলে বিভক্তি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে দেশটাকে বারো ভুঁইয়ার দেশ বলা হতো। যেসব অঞ্চল নিয়ে বাংলাদেশ গঠিত তা অতীতে বহবার স্বাধীন হয়েছে আবার তা হারিয়েছেও। অনৈক্য ও বিভক্তিই ছিল তার একমাত্র কারণ। বর্তমানে বিভিন্ন অঞ্চলে শক্তিমান ভূঁইয়ার আবির্ভাব ঘটেছে যাদের কঠোর হাতে দমন করা দরকার।

এরপর ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরোক্ষভাবে বিচারপতি কামালের এসব মন্তব্যের জবাব দেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এক সময় হয়ত এদেশ বারো ভূঁইয়ার দেশ ছিল কিন্তু জাতির জনক বঙ্গবন্ধু গোটা দেশকে ঐক্যবদ্ধ করে স্বাধীনতা এনেছিলেন। তাঁকে খুন করে এ জাতিকে আবার বিভক্ত করা হয়, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেয়া হয়, শাসকরা ব্যস্ত হয়ে পড়েন আখের গোছাতে, সে জন্যই দেশ অনেক পিছিয়ে পড়েছে, বর্তমান সরকার চেষ্টা করছে এ ক্ষতি পোষানোর। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সূচক প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কেউ কেউ এটিকে গুরুত্ব না দিলেও এটিই সত্যি যে দারিদ্র্য বিমোচন যা আমাদের সবার আরধ্য তা হচ্ছে কি হচ্ছে না তা বোঝা যায় এই সূচক থেকে।

সব শেষে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশকে নিয়ে অনেকে হতাশার বাণী ছড়াতে পারেন কিন্তু আমি হতাশ নই। আমরা বীরের জাতি, লড়াই করে স্বাধীনতা এনেছি, ইনশাল্লাহ ২০২১ সালে উন্নত ও সমৃদ্ধ জাতি হিসাবে আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তি পালন করব।'